Myths, Misconceptions and Misinformation about *Aedes* Mosquitoes

ড. জি এম সাইফুর রহমান

বিগত ২১ বছর যাবত এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় আমাদের মধ্যে অনেক বদ্ধমুল ধারণা ও কুসংস্কারের জন্ম তথা বিস্তার লাভ করেছে যা মশা নিয়ন্ত্রণে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। তার গুটিকয়েক উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল।

প্রথমত; মশা নিয়ন্ত্রণে যারা সাধারণ মানুষের পক্ষে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন তারা হলেন সাংবাদিক বন্ধুগণ। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় মশা হিসেবে যে সব ছবি ছাপা হয় তা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মশার ছবি নয়। সেগুলো মুলত ড্রেন ফ্লাই, মিজ বা ন্যাটস নামক কীট-পতঙ্গের ছবি। দ্বিতীয়ত; অনেকে এডিস মশাকে বেশ বড় আকারের মশা কল্পনা করে বিভ্রান্তিতে থাকেন। ফলে মশার মধ্যে তুলনামূলক ছোট আকৃতির এডিস মশা যখন কামড়ে যায় বা চারপাশে ঘোরাঘুরি করে সে বিষয়ে তারা সচেতন থাকেন না। এডিস মশার গায়ের সাদা-কালো ব্যান্ডগুলোকে আমাদের চারপাশে পচা পানিতে জন্ম নেয়া অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির আরমিজেরিস প্রজাতির মশার সাথে মিলিয়ে ফেলেন। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে এডিস মশা আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাদের সামনেই বিস্তার লাভ করে। সেজন্য প্রকৃত শত্রুকে আমাদের যথাযথভাবেই চেনা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত; এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে উৎস নির্মূল (Source reduction, modification) একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু সেটা যথাযথ পদ্ধতি মেনে হওয়া উচিত। আমরা বলছি "তিন দিনে একদিন, জমা পানি ফেলে দিন"। অর্থাৎ তিন দিনের যেকোনো একদিন। ব্যবধানটা দুই দিনও হতে পারে; আবার ছয় দিনও হতে পারে। যা জনসাধারণের মনে ধারণ করে নিয়মিত মেনে চলাটা কষ্টকর। অন্যদিকে আমরা যদি মশার জীবন চক্রের দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাই আট দিনের নীচে ডিম থেকে একটা উড়ন্ত মশা বের হতে পারে না। সেজন্য সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে মিনিট দশেক সময় যদি এ কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে অধিক উপকার পাওয়া যাবে। অধিকন্তু পাত্র থেকে কেবল পানি ফেলে দিলেই হবে না। পাত্রের চারিদিকে ও উপর নিচে ঠিকমত ঘষেমেজে আবার নতুন পানি ভরতে হবে। তা না হলে পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ডিম থেকে আবার নতুন মশার জন্ম নিবে। কারণ এডিস মশা কিন্তু পানিতে ডিম পাড়ে না, পানির পাত্রের গায়ে ডিম সাঁটিয়ে রাখে। যেন পানির অবস্থান ও পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া মাত্র ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে পারে।

আর একটা ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, এডিস মশা টলটলে স্বচ্ছ পানিতে জন্মায় দেয়। কিন্তু মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এই ধরণের স্বচ্ছ পানিতে তাঁদের খাবারের ঘাটতি থাকায়, তারা বরং কয়েকদিন অপেক্ষা করে পানি একটু বাসি (stale) হলে সেখানে তাদের খাবারের সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়া বা অন্য অণুজীবের উৎপাদন হলে তাদের প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকবে। এই বিষয়টা নিশ্চিত হয়েই তারা বাসি বা কিছুটা দূষিত পানির পাত্রের গায়ে ডিম দেয়।

Myths, Misconceptions and Misinformation about *Aedes* Mosquitoes

(Continued)

আবার পাত্রের বিবেচনায় মূলত চার থেকে পাঁচ ধরণের পাত্রে ৯০% মশার বাচ্চা জন্ম নেয়। যেখানে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম জীবন অব্যাহত রাখতে পারে, যেমনঃ পানি জমা রাখার পুরাতন ড্রাম, মটকা বা যেকোনো মাটির পাত্র, সিমেন্টেড ট্যাংক বা হাউস, বালতি বা বড় প্লাস্টিক ক্যান, গাড়ীর পরিত্যক্ত টায়ার, ইত্যাদি। অতএব স্বচ্ছ পানির ধারণা আর অতি ছোট পাত্রের দিক থেকে আকর্ষণ কমিয়ে বাড়ীর আশে পাশে থাকা পাত্রগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে। কারণ এ মশা এতই অভিযোজনপ্রিয় যে যখন তারা ঘরের মধ্যে নিরাপদ বোধ না করে তখন তারা আশেপাশের সুবিধাজনক অবস্থানেও বাসস্থান বা প্রজনন স্থল খুঁজে নেয়। ফলে ঘরের ভিতরের বড় পাত্রগুলো যেমন সপ্তাহে একবার পানিশুন্য করে ঘষেমেজে পরিষ্কার করে নুতন পানি ভরে মশারীর নেট, কাপড় দিয়ে বা অন্য কোন উপাদানে তৈরি ঢাকনা দিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখতে হবে, তেমন বাড়ীর বাইরের অপ্রয়োজনীয় পাত্রগুলো সংগ্রহ করে ফেলে দিতে হবে। তাহলেই আমরা এডিস মশার উৎপাদন অনেকাংশে কমাতে পারব ও নগরবাসীর সঠিক ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে এ কাজে তাঁদের সম্পৃক্ত করে টেকসই মশা নিবারণ ব্যবস্থাপনা করার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব।

G.M. Saifur Rahman, Ph.D.
Entomologist
Faculty Member
National University
Mobile 01961544290
Email: gmsaifurrahman@gmail.com